বাংলার বাজেট—বাঙালীর নয়, পুলিশ ও ★ ★ ★ চোরাকারবারীর ★ ★ ★

পশ্চিম বাংলার ব্যবস্থা পরিষদে পশ্চিম বাংলার ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট পেশ করা হয়েছে। মন্ত্রীমণ্ডলী ভাবে গদগদ হয়ে ঘোষণা করেছেন—এমন বাজেট হয় না, দেশবাসীর সুখ সুবিধা ও উন্নতির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে এতে। কংগ্রেসী নেতাদের কোন কথাকেই বিশ্বাস করা যায় না; জনতার স্বার্থ নিয়ে চিরকাল তারা জুয়া খেলে আসছে, জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়া তাদের পেশা; সুতরাং বিধানীচক্রের এই কথাকে বিশ্বাস না করে বাজেটকে বিচার করে দেখতে হবে।

সাধারণ লোকের কাছে ইংরাজের আমলের আর কংগ্রেসী 'স্বাধীন' আমলের বাজেটের মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নেই; বরং বিদেশী শাসনের যুগের চেয়ে অধিকাংশ জনউন্নয়নকর কাজে ব্যয় কম করা হচ্ছে তথাকথিত স্বাধীন আমলে। নলিনী বাবু ইংরাজ আমলে বাজেট উত্থাপন করে সাহেব সুবাদের কাছে যথেষ্ট ধন্যবাদ পেয়েছেন; ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বিদেশী মালিকদের স্বার্থরক্ষার কাছে বহুবার তিনি তাঁর শক্তির পরিচয় দিয়ে তাদের কৃতজ্ঞ ভাজন হয়েছেন। সুতরাং সেই নলিনী বাবুর বর্ত্তমান বাজেটও যে এণ্ডারসনীয় বা মুসলিম লিগের পুরাদস্তর ছাপ থাকবে তাতে আর অবাক হবার কি আছে।

সর্ব্ব প্রথমে বাজেটের কথা বলিতে হলে বলতে হয় এর ঘাটতির কথা। ইংরেজ আমলে বাজেটে ইচ্ছা করে ঘাটতি দেখান হত; কারণ বাজেটে ঘাটতি দেখালে শ্রমজীবি জনতার ওপর কর ধার্য্য করে তাদের বেশী করে শোষণ করা যায়। এটাই হ'ল ঘাটতি দেখানর উদ্দেশ্য। এবারেও তাই হয়েছে। এবছর ঘাটতি দেখান হয়েছে সাড়ে ছয় কোটী টাকার। অথচ এ সব হল কাগজেপত্রে, আদতে ঘাটতি হয় না। আমাদের এ কথার প্রমাণ মিলবে গত বছর এবং চলতি বছরের বাজেট বিচার করলে, জাতি গঠন খাতে যে সব খরচ দেখান হয় তা কোন দিনই খরচ করা হয় না, ফলে মোট ব্যয় স্বভাবতই কম হয়ে যায়। যেমন ১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে গ্রাম্য ডিসপেনসারি ও হেলথ ইউনিটের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৮০ লক্ষ টাকা; সংশোধিত বাজেটে তাকে কমিয়ে এনে দাঁড় করান হল ৭১ লক্ষ ৪৫ হাজারে আর আসলে খরচ করা হল ২৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৮০৪ টাকা। অর্থাৎ একটি বিশেষ বিষয়েই বাজেটে বরাদ্দ ব্যয় আর প্রকৃত ব্যয়ে প্রভেদ দাঁড়াল সাড়ে ৫৬ লক্ষ টাকা। এই ভাবে চলতি বছরের মূল বাজেটে জন উন্নয়ন খরচ দেখান হয়েছিল ১৪ কোটী ৯১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা, সংশোধিত বাজেটে তাকে করা হল ৮ কোটী ৭২ লক্ষ ৬ হাজার। এক কথায় ৬ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা কমিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং বাজেটে যা বরাদ্দ হয় বা দেখান হয় ও হল শুধু কাগজ পত্রের হিসাব; যে হিসাবে খরচ ও হয় না, লাভ ও হয় না। তাহলে বাজেটে ঘাটতি দেখিয়ে জনসাধারণের ওপর কর বাড়াবার কারণও থাকতে পারে না। অথচ মন্ত্রী তাঁদের পোষ্যবর্গ, পুলিশ প্রভৃতি পোষার খরচ চাই বেশী করে; অতএব বাজেটে ঘাটতি দেখাও এবং জনতার ওপর নিত্য নতুন ট্যাক্স চাপাও। ইংরাজ আমলে এই ছিল, ইংরাজের শিক্ষায় শিক্ষিত ঝানু নলিনী বাবুদের আমলেও তাই চলছে।

(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা | বৃহস্পতিবার, ১লা মার্চ্চ ১৯৫১, ১৭ই ফাল্গুন ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

বাস্তুহারা উচ্ছেদের প্রাথমিক ব্যবস্থা পাকা

● সামরিক কর্ত্তাদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ ●

উদ্বাস্তুদের বুকের রক্তে মাটী ভেজাবার তোড়জোড়

একদিকে পশ্চিম বাংলা সরকার উদ্বাস্তু পরিবারদের কলোনী হতে উচ্ছেদ করার মতলবে এক জরুরী আইন করার ষড়যন্ত্র করেছে অন্যদিকে যাতে সরকারের এই আক্রমণকে বাধাদানকারী বাস্তুহারাদের গুলি গোলা চালিয়ে ঠাণ্ডা করা যায় তার শলা পরামর্শ চলেছে সামরিক কর্ত্তাদের সঙ্গে। সংবাদে প্রকাশ ইতিমধ্যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার কলকাতায় এসেছেন এই বিষয়ে পাকাপাকি ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে।

ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তু উচ্ছেদের আগে সরকার একটা মহড়া দেবে বলে মনে হচ্ছে। জানা গিয়েছে, যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবার পরিত্যক্ত মিলিটারী ব্যারাক, সরকারী ঘরবাড়ী ও জমিতে বাস করছে তাদের আগে উচ্ছেদ করা হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অর্থাৎ সামরিক অফিসাররা এ বিষয়ে তাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলেছে; তাদের নিরঙ্কুশ সন্ত্রাসন ও নরহত্যাকে আইনসঙ্গত করার জন্য অর্ডিন্যান্স পাশ করান হয়েছে এবং মিলিটারী কমানডারদের উচ্ছেদ করার জন্য বল প্রয়োগ করার অধিকারও দেওয়া হয়েছে।

সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের এই নীতিকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য পুলিশ বিভাগকেও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে সংবাদে প্রকাশ, এই মর্ম্মে এক নির্দ্দেশ গিয়েছে—"যদি উচ্ছেদের সময় কোথাও কোন প্রতিরোধের সম্ভাবনা থাকে তবে পুলিশকে শুধু যথোপযুক্ত সংখ্যায় হাজির থাকিলে চলিবে না হাঙ্গামা দমনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যাতে উচ্ছেদের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারে সেদিকে পুলিশকে নজর দিতে হবে।"

জমিদার, সরকার ও তার সৈন্য ও পুলিশবাহিনীর এই মিলিত আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে হলে বাস্তুহারাদেরও শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য জঙ্গী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। যেখানে সরকারের উচিত ছিল উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, সেখানে তারা তো তা করেই নি উপরন্তু বাস্তুহারারা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের খরচে থাকার যে ব্যবস্থা করেছে তা থেকে তাদের উচ্ছেদ করার তোড়জোড় চলছে। ধনিক জমিদার তোষক এই সরকার উদ্বাস্তুদের ভাল চাইতে পারে না; এর লক্ষ্য তাদের উচ্ছেদ করে জমিদারদের পকেট ভর্ত্তি করা। সুতরাং এ সরকারের দয়া বা ন্যায়পরতার ওপর বিশ্বাস রেখে বসে থাকলে নতুনকরে আবার বাস্তুহারা হতে হবে। কলোনী কলোনীতে সভা করুন, সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলুন, নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতি কলোনীতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন, স্থানীয় জনতার—শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্তদের কাছে বাস্তুহারাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার আবেদন করুন, তাদের সমস্যাকে নিজেদের ক্ষমতা ভেবে আন্দোলন করুন এবং এই ভাবে স্থানীয় জনতাকে বাস্তুহারাদের আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসাবে টেনে আনুন এবং সর্ব্বত্র আন্দোলন গড়ে তুলুন। তবেই উচ্ছেদের হাত হতে রেহাই পাবেন নয়ত আবার নতুন করে বাস্তুহারা হতে হবে। শুধু কথায় কিছু হবে না; সুতরাং আরও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে—তাই একমাত্র পথ। এই কথা মনে রেখে এগিয়ে যান।

—শিক্ষাখাতে মাথা পিছু এক টাকাও খরচ করা হবে না—

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বছরের পর বছর ধরে এই ঘাটতি চলে আসছে; আর একে 'শিখণ্ডি' খাড়া করে সাম্রাজ্যবাদীর এবং তাদের বন্ধুর দল কংগ্রেস ঘাটতি মেটাবার নাম করে দেশবাসীর ওপর একটার পর একটা ট্যাক্সের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে। অথচ যদি সত্যই জনউন্নয়নকর কাজের জন্য টাকার দরকার হয় তাহলে এই বোঝা জনতার ঘাড়ে চাপাবার কোন প্রয়োজন নেই। মন্ত্রীদের ইচ্ছা থাকলে তারা এমন ব্যবস্থা করিতে পারে যাতে সাধারণ মানুষকে কিছুই ভুগতে হবে না। অথচ বাজেটের ঘাটতির ভূত চিরকালের জন্য পালিয়ে যাবে। জমিদারী প্রথা বিনা খেসারতে উচ্ছেদ করে চাষীর হাতে জমি দিলে বাংলার আয় চারগুণ বেড়ে যায়, বিদেশী মালিকের এবং বড় বড় ধনিকের কলকারখানা বাজেয়াপ্ত করলে আয় একশ গুণ বাড়তে পারে। এই সব করা দূরে থাকুক, কংগ্রেসী মন্ত্রিরা উচ্চারণ করতেও ভয় পায়। যদি এ ব্যাপার অসাধ্য মনে হয় তাহলে আপাততঃ তাদের ওপর মোটা ট্যাক্স বসান হ'ক না কেন। এক পাটের ওপর বিক্রয় কর বসালে পশ্চিম বাংলার রাজস্ব বাড়ে ৮ কোটি টাকা। জনতা তেলে নুনে বিক্রয় কর দেবে অথচ কেনেডি বিড়লা সুরজমল গোয়েঙ্কা ফতেপুরিয়া জয়পুরিয়া গোষ্ঠি বছরে চারশত কোটী টাকা মুনাফা করলেও বিক্রয় কর দেবে না। নলিনী বাবুরা তাদের পকেটের দিকে তাকাতেই সাহস করেন না বরং তাদের পকেট যাতে আরও ফাঁপে তার তদ্বির ও ব্যবস্থা করেন। একে কি সততা বলা হবে? দেশের মধ্যে শিল্প গড়ে তুলে আয় বাড়ান যেতে পারে; তার কোন ব্যবস্থা কি বাজেটে কখনও করার চেষ্টা হয়েছে? না হয় নি। সুতরাং দেশের জমিদার, বড় বড় কোটি-পতি পুঁজিপতি এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষকের গায়ে হাত না দিয়ে গরীব দেশবাসীর গলা কাটার ব্যবস্থা বাজেটে করা হয়েছে। এর নামই হল—কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মতে—এমন বাজেট হয় না, দেশবাসীর সুখ সুবিধ ও উন্নতির ব্যবস্থা এতে করা হয়েছে।

যে শক্তি জনতার স্বার্থ দেখে না, [illegible] জমিদার ও বিদেশী মালিকদের, তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে চাই পুলিশ ও সৈন্য। জনতার রোষ থেকে বাঁচার পথ সাম্রাজ্য-বাদী পুঁজিবাদীদের কাছে ঐ একটাই আছে। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী যে জনস্বার্থ রক্ষা করে না তার প্রমাণ হল পুলিশী খাতে তার ক্রমবর্দ্ধমান খরচ। জনতার স্বার্থরক্ষাকারী কোন সরকারের মূল শক্তিই হল জনতা। যে কোন বিপদ থেকে জনতাই তাকে রক্ষা করে। আর যে সরকার সমাজবিরোধীদের তাকে বাঁচতে হলে জনতাকে জব্দ করার জন্য পুলিশ পাহারায় দিনরাত থাকতে হয়। পশ্চিম বাংলায় এখন তা চলছে। তাই যেখানে জাতি গঠনের কাজে খরচ কমছে সেখানে পুলিশী খাতে ব্যয় বাড়ছে; শুধু বাড়ছে তাই নয়, বাজেটে বরাদ্দ টাকার চেয়ে বেশী খরচ করা হচ্ছে। বাজেটে বেশী টাকা পুলিশী খাতে দেখালে, যদি জনতা ক্ষেপে ওঠে তাই তাকে বাজেটে কম করিয়ে দেখান হয়, যেমন জনতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য জাতি গঠন কাজে বাজেটে মোটা মোটা অঙ্ক লেখা হয়। বাস্তবে ভাল কাজগুলি হয় না আর পুলিশ পোষার খরচ বহু গুণ বেড়ে যায়। একেই বলে পুঁজিবাদী বাজেটের ধাপ্পা। ১৯৪৬-৪৭ সালে গোটা বাংলার লোকের জন্য যেখানে পুলিশী খাতে ৪ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল আজ তার এক তৃতীয়াংশ পশ্চিম বাংলায় পুলিশী খরচ হল ৫ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা। পুলিশের পেছনে খরচ কেমন বাড়ছে তার প্রমাণ হল নীচের হিসাব।

কলকাতায় যখন হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা চলছিল তখন কলকাতা পুলিশের মোট খরচ ছিল ৬৩, ৯৬, ০৪০ টাকা, আজ দেশে শান্তি বিরাজ করছে অথচ খরচ বেড়ে গিয়েছে। গত বছর এই খাতে মূল বরাদ্দ ছিল ১. ৬৭, ১৭, ০০০ টাকা, সংশোধিত বাজেটে তা আরও বেড়ে হয়েছে ১, ৯১, ৭৩, ০০০ টাকা। এ বছর তাকে বাজেটে দেখান হয়েছে ১, ৯১, ০৫, ০০০ টাকা। বাস্তবে যে আরও বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহলে দেখা গেল কলকাতা পুলিশের খরচ তিন গুণ বাড়ান হয়েছে দাঙ্গার বছরের চেয়ে। বেঙ্গল পুলিশের বেলায় আরও বেড়েছে। দাঙ্গার বছরে এর পরিমাণ ছিল [illegible] টাকা, এক তৃতীয়াংশ বাংলায় তা হল ৩, ০৪, ৩৯, ০০০ টাকা। আনুপাতিক হিসাবে ৫ গুণের মত। এর পরও কি কংগ্রেসী নেতারা Welfare state, জনস্বার্থ রক্ষা-কারী রাষ্ট্র বলে যে গলাবাজী করছে তার কোন মূল্য থাকে? এ হল নিছক পুলিশী রাষ্ট্র সন্ত্রাসন ও দাঙ্গাড়েপনা যার একমাত্র মূলধন, বিনা বিচারে হাজার হাজার বিরুদ্ধবাদীকে আটকে রাখা যার নীতি, বেপরোয়া গুলি করে মারা যার ধর্ম। তাই তো, ইংরাজ আমলে যেখানে স্বাধীনতার নাম যারা করেছে তাদেরই জেলে ভর্ত্তি করা সত্ত্বেও জেল খরচ যা ছিল এখন "স্বাধীন" আমলে—যখন দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার বেশী থাকা উচিত এবং জেল খরচ কম হওয়া স্বাভাবিক—তার বহু গুণ খরচ বেড়েছে। ১৯৪৯-৫০ সালে মূল বরাদ্দ জেল খাতে ছিল ৭১, ৩৮,০০০ টাকা প্রকৃত খরচ বেড়ে হয় ৯২,১২, ০০০ টাকা। ১৯৫০-৫১ সালে মূল বরাদ্দ আরও বেড়ে হয় ৯১, ৩০, ০০০ টাকা, সংশোধিত বরাদ্দ হয় ১, ০১, ৭৭, ০০০ টাকা এবারে ১৯৫১-৫২ সালের মূল বাজেটে তা গিয়ে পৌঁছায় ১, ০৩, ৮১, ০০০ টাকা। সংশোধিত বজেটে যে আরও বাড়বে এবং প্রকৃত খরচ যে তার চেয়েও বেশী হবে—তাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং পশ্চিম বাংলার বাজেট যে Concentration Camp এর বাজেট তাতে কোন সন্দেহ নাই।

শুধু পুলিশ আর জেলে পুলিশী রাষ্ট্র চলে না। ঝানু আমলাতন্ত্র চাই। ইংরাজ প্রভুদের পদসেবা এবং দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের বুকের তাজা রক্ত টেনে বের করে যারা বিদেশী শাসকদের কাছে সুনাম কিনেছে তাদের বহাল তবিয়তে রাখতে হয় দেশবাসীকে গুলি মেরে ঠাণ্ডা করার নীতি উদ্ভাবন করার জন্য। সুতরাং তাদের পিছনে খরচ বাড়াতে হয়। নীচের তালিকা তার প্রমাণ দেবে:

	১৯৪৯-১৯৫০		১৯৫০-৫১		১৯৫১-৫২
	মূলবরাদ্দ	প্রকৃতখরচ	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	মূলবরাদ্দ
সেক্রেটারিয়েট	৫,৬৪,০০০৲	৬,২০,০০০	৬,৫০,০০০৲	৬,৭০,০০০৲	৭,০০,০০০
বিভাগীয় কমিশনার	৩,২০,০০০,,	,,৩,১৭,০০০০	৩,১৭,০০০৲	৩,৩০,০০০৲	৩,৪২,০০০
জেলাশাসন	৭০,০৫,০০০,,	৭৩,০০,০০০	৮০,৮৭০০০৲	৮২,৭১,০০০	৮৪,৫৬০০০

[illegible] আছে। খাদ্য দ্রব্য কেনার জন্য টাকা আগাম দেওয়া হয়ে থাকে। এই আগাম দেওয়া টাকা আদায় করা হয় না, কারণ আগাম দেওয়া হয় সাধারণতঃ বন্ধু বান্ধবদেরই। এই ভাবে গৌরী সেনের টাকায় পোষ্য পোষণ ভালভাবেই চলছে। ১৯৪৭-৪৮, ৪৮-৪৯ এবং ৪৯-৫০ এই তিন বছরে এই বাবদে বাকী পড়েছে মোট ১, ৩৮, ১৬, ৮৭৫ টাকা; প্রতি বছরই যত টাকা আগাম দেওয়া হয়েছে তা পুরো ওঠে নি। আদায়ের বহর দেখলেই বোঝা যায়। মোট যেখানে আগাম দেওয়া হল ১, ৮০, ৭৬, ০৯৯ টাকা সেখানে বাকী পড়ে আছে ১, ৩৮, ১৬, ৮৭৫ টাকা। অবস্থা সুন্দর স্বীকার করতে হবে। এ রকম বেমক্কা টাকা চুরি ডাকাতি করেও মেলে না। এর ওপর ১৯৫০-৫১ সালে এই বাবদে বরাদ্দ ছিল ৭৯ লক্ষ। তার যে কি হয়েছে তা বাজেট থেকে জানা যায় নি। ১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে আরও ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, সুতরাং বলতে হবে বিধানী চক্রের সুখী পরিবাররা সুখেই বসবাস করছে।

চাল কেনা ও বিক্রীর ব্যাপারে এই এক অবস্থা। সরকার চাল কেনে গড়ে প্রতিমণ ১২৮০ দরে তার ওপর সরকারী হিসেবে বলে প্রতি মণে আনুমানিক খরচ হয় ২৷৵০। তাহলে কেনা দাম দাঁড়ায় প্রতি মণ ১৪৷৵০। রেশনে কোথাও বিক্রী দাম ১৭ টাকার নীচে প্রতি মণ নেই। তাহলে এই ব্যাপারে লাভের পরিমাণ বিক্রীত চাল থেকে হিসাব মেলে ৪ কোটী টাকা। নলিনী বাবু বলেছেন বিদেশ থেকে বেশী দামে চাল কেনার জন্য গত বছরে ২৭.২৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। সুতরাং মোটামুটিভাবে ৪ কোটী টাকা এ বিষয়ে লাভ হওয়া উচিত কারণ রেশন দোকান চালাবার খরচ পুরোপুরিভাবে অন্য খাতে ধরা হয়েছে। এই ৪ কোটীর কোন হিসাব বাজেটে নেই। এই টাকা গেল কোথায়? এইভাবে জনস্বার্থ

(অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

জাপানকে রণসজ্জায় সজ্জিত করার মার্কিন নীতি

লেখকঃ—এম, মার্কফ

কোরিয়ার যুদ্ধের আগে জাপান ছিল এশিয়ার জাতিগুলির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ঘাঁটি। জাপানে চলছিল অভিযানের উদ্যোগ পর্ব। গত ২৫শে জুন কোরিয়ায় মার্কিন হস্তক্ষেপ সুরু হওয়ার পর এখন জাপান আয়োজনের ঘাঁটি থেকে সরাসরি আক্রমণের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। জাপান থেকে ম্যাক আর্থার সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষ অভিযান চালাচ্ছেন। জাপান থেকে আজ মার্কিন ও অষ্ট্রেলিয়ান বিমান বহর উড়ে যায় কোরিয়ার নারী আর শিশুদের হত্যা করতে। চীনের শান্তিপূর্ণ গ্রাম ও শহরগুলির উপর বোমা ফেলতে। অরক্ষিত কোরিয়ান উপকূলবর্ত্তী গ্রামগুলিকে কামান দেগে শ্মশান করার জন্যে জাপ বন্দরগুলি থেকে মার্কিন নৌবহর যাত্রা করে কোরিয়া অভিমুখে। জাপান থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে এসে কোরিয়ার মাটিতে অবতরণ করে ম্যাকআর্থারের হরেক রকমের ও হরেক ভাষাভাষী সৈন্য দল।

জাপানের পুনরায় রণসজ্জা এবং এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে জাপানকে ঘাঁটি তৈরী করার কাজ সুরু হয়ে গিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক ঐ দেশ অধিকৃত হবার সুরু থেকেই।

জাপানের পুনরস্ত্রসজ্জা ও জাপ যুদ্ধবাদের বিলোপ সাধন সম্পর্কে পটসদাম ঘোষণা ও সুদূর প্রাচ্য কমিশনের সিদ্ধান্তকে মার্কিন দখলকার কর্ত্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দিয়ে ঐ দেশের সমরোপকরণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। ম্যাক আর্থারের সদর দপ্তরের পক্ষপুটচ্ছায়ায় "সৈন্যদল ভেঙ্গে দেওয়ার মুখে" জাপ সৈন্য বাহিনী ও নৌবহর ভেঙ্গে দেওয়ার পরিবর্ত্তে আত্মসমর্পণের আবর্ত্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জাপ সামরিক বিশেষজ্ঞদের আবার জড়ো করেছেন এবং তাঁদের রেখেছেন এক অভিনব সামরিক শিবিরে। জাপানে আজ এমন একটি পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়েছে যার জুড়ি তোজোর আমলেও মিলিবে না। এই পুলিশ বাহিনীকে অতি আধুনিক সামরিক রণকৌশল শিক্ষা দিয়ে সাঁজোয়া গাড়ী ও ট্যাঙ্ক দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে।

এই সঙ্গে জাপ জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় ব্যাপকভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে কত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক রণনৈতিক ঘাঁটি। এই পরিকল্পনার মধ্যে নাম করা যায় জাপ নৌ ঘাঁটি ও বন্দর ওকোসুকা, মাসেবো, মায়েদজুরি ও ওমিনাতোর (এ সবই সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে) পুনঃসজ্জা ও প্রসার বৃদ্ধির কাজ। ভারী মার্কিন বোমারুগুলির অবতরণের জন্যে নতুন নতুন বিমানক্ষেত্র তৈরী করা ও পুরনো বিমান-ক্ষেত্রগুলিকে আধুনিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে নতুন করে তোলা, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় সড়ক তৈরী, মার্কিন সৈন্যদের জন্যে ব্যারাক, গুদাম ও অস্ত্রাগার ইত্যাদি নির্ম্মাণ। মার্কিন সমর দপ্তর থেকে কোনো উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি জাপান সফর করে যান না এমন কোনো মাসই যায়না। গত দু বছরের মধ্যে ম্যাকআর্থারের সদর দপ্তরে পদধূলি পড়েছে যুদ্ধবাজদের গোটা জেনারেল ষ্টাফের—দেশরক্ষা সচিবের, ডালেসের, যে সাপের, হ্যারিম্যানের এবং আরো অনেকের।

কোরিয়ার যুদ্ধ বাধার পর থেকে জাপ সমর শিল্পকে পুরোপুরি মার্কিন ছাঁচে ঢালা হয়েছে। এর ফলে অন্যান্য সব তাবেদার দেশে মার্কিন প্রভুরা যে সব অস্ত্র চালু করেছেন সেই একই জিনিষ জাপ কলকারখানা থেকে তৈরী হচ্ছে। এর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত সমর শিল্পের কোম্পানী "নিপ্পন হেইকি।"

নিপ্পন হেইকি কোম্পানীর অর্দ্ধেকেরও বেশী শেয়ার কিনে নিয়েছেন আমেরিকান "রেমিংটন আর্মস কোম্পানী"। ওকোসুকা, চিসিকা ও তোমিওকাতে উক্ত নিপ্পন হেইকির সমরাস্ত্র নির্ম্মাণের মস্তবড় কারখানা আছে। আমেরিকা থেকে জাপানে দলে দলে কারিগর ও বিশেষজ্ঞ আনিয়ে জাপানী কারখানাগুলিকে অতি-আধুনিক করা হয়েছে। উপরোক্ত আমেরিকান কোম্পানী সমরাস্ত্র তৈরীর জন্যে বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি আনিয়ে বসিয়েছেন। নিপ্পন হেইকি কারখানাগুলি থেকে এখন রাত দিন বার হয়ে আসছে "মার্কিনী" রাইফেল ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। প্রকৃত প্রস্তাবে জাপানে অসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে রণসজ্জার কাজ সুরু হয়ে গেছে। জাপানকে পুনরায় রণসজ্জিত করার মতলব সম্পর্কে মার্কিন দখলকার সদর দপ্তর আর রেখে ঢেকে কথা বলছেন না। সম্প্রতি মার্কিন সদর দপ্তরের প্রতিনিধি দল এবং জাপানের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে ম্যাকআর্থারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সেবল্ড খোলাখুলি ভাবেই জাপানকে রণসজ্জিত করার ও তার সমরোপকরণ শিল্প গড়ে তোলার পথে যে সর্বশেষ অন্তরায় এখনো রয়ে গেছে তা নাকচ করে দেবার সুপারিশ করেছেন।

জাইবাৎসু তাঁদের নাম বদলালে কি হবে, এখনো তাঁরাই বড় বড় জাপানী ব্যাঙ্কগুলির মালিক। এই ব্যাঙ্কগুলি অতীতের মতোই মোটা টাকা ধার দিচ্ছে যুদ্ধের শিল্পে। জাপানে মার্কিন পণ্য বিক্রি করে তার মুনাফা দিয়ে যে তথাকথিত মার্কিন সাহায্য-ভাণ্ডার গঠিত হয়েছে তার সবটাই ব্যয়িত হচ্ছে সামরিক তোড়জোড়ের কাজে।

জাপানের গোটা সমর শিল্পই এখন মার্কিন ছাঁচের নানাবিধ মারণাস্ত্র ও সামরিক মাল-মশলা (যায় এ্যাটম বোমার সাজ-সরঞ্জাম পর্য্যন্ত) উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত। ম্যাক্ আর্থারের সদরদপ্তর থেকে অর্ডারের পর অর্ডার দিয়ে এই সমর শিল্পকে "চাঙ্গা" রাখা হচ্ছে। সরকারী হিসাবেই জানা যায়, অর্ডারের পরিমাণ ইতিমধ্যেই ১৫ কোটী ডলার ছাড়িয়ে গেছে। আসল পরিমাণ নিশ্চয় আরো বেশী হবে।

কোরিয়ার যুদ্ধ জাপ সৈন্য বাহিনী গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করেছে। হাজার হাজার সামুরাই ইউনিটের সৈন্য তো ইতিমধ্যেই কোরিয়ান সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লেগে গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে ৭৫ হাজার সৈন্যের তথাকথিত "রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী" গঠনের কাজ সুসমাপ্ত হয়েছে। টমি গান ও মেশিন গান ছাড়াও এই বাহিনীর ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী ও বিমানপোত রয়েছে। এই দলই ভবিষ্যৎ সৈন্য বাহিনীর বীজকেন্দ্র। কারো কারো অনুমান, আগামী বসন্ত কালের মধ্যে জাপ সৈন্য দলের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০ লক্ষ। কেবল সমরাস্ত্রই "মার্কিনী কৃত" করা হয় নি, জাপ সৈন্য বাহিনীকেও পুরাদস্তুর "আমেরিকান" করে তোলা হচ্ছে। আমেরিকানদের নির্দ্দেশে প্রাক্তন জাপ জেনারেল ষ্টাফের পদস্থ কর্ম্মচারীরা জাপ সামরিক অভিজ্ঞতাকে মার্কিন প্রয়োজনে খাপ খাওয়ার কাজে লেগে আছেন।

জাপানের পুনঃ রণসজ্জার পক্ষে জাপ জঙ্গী সমিতি ও সংগঠনগুলির পুনরুজ্জীবন ও অপরিহার্য্য। গত তিন চার মাসের মধ্যে জাপ আক্রমণে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অপরাধে বহিস্কৃত কয়েক হাজার ঝানু জঙ্গীবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদীকে ম্যাকআর্থার সরকারিভাবেই কর্ম্মক্ষেত্রে আবার বহাল করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বহু বিশিষ্ট সেনানায়ক ও অফিসর। কোরিয়ায় মার্কিন সামরিক অভিযান আরম্ভ হবার পর থেকে জাপানী রণপিপাসুরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। তাদের সুযোগ এসেছে পাওা পাবার।

জাপ সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর আবার গড়ে তোলা হচ্ছে বটে, কিন্তু তাই বলে জাপান থেকে নিজেদের সৈন্য অপসারিত করার কোনো অভিপ্রায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের নেই। ওয়াল ষ্ট্রীটের সংবাদপত্রগুলি বহুদিন থেকেই বলে আসছেন যে, ম্যাকআর্থারের সৈন্যরা কেবল দখলকার বাহিনীই নয়, তারা "রক্ষক" বাহিনীও বটে; এক নিরস্ত্র জাপানকে তারা "আক্রমণ" থেকে বাঁচাচ্ছে। কিন্তু গত ২৫শে জুন এই সৈন্যদলকে কোরিয়ায় পাঠানো হয়েছে মার্কিন হস্তক্ষেপবাহিনী হিসাবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ তাতে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। মার্কিন দখলকারবাহিনীর কাজ হচ্ছে দ্বিবিধ: জাপানের গণতান্ত্রিক দলগুলোকে দমন করা আর এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অভিযানে অংশ গ্রহণ করা। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, যোশিদা গভর্ণমেণ্ট ও মার্কিন সদর দপ্তরের মধ্যে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যে, মার্কিন সৈন্যদল জাপানে আরও ৩০ বছরকাল থাকবে এবং পরিবর্ত্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ও বিলিয়ন ডলার (দশ লক্ষে এক মিলিয়ন এবং এক শ মিলিয়নে এক বিলি-

(৮ম পৃষ্ঠা দেখুন)

★সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা—কর্মীদের শিক্ষা দেবার পদ্ধতি★

বর্তমান চরম জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে, যখন ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের উস্কানির পর্যায় অতিক্রম করে, আক্রমণের প্রস্তুতি হতে নগ্ন আক্রমণাত্মক কাজ সুরু করে দিয়েছে, প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী দেশের গোটা জীবনে যেখানে ফৌজিকরণ চলছে, তখন সমস্ত সাম্যবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর দলের সামনে নতুন, গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল কর্তব্য দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে শান্তির জন্য সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক জুয়া খেলার বিরুদ্ধে সংগ্রামই সর্ব প্রধান কাজ।

এই অবস্থায়, সাম্যবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি ও সংগ্রামী শক্তির উৎকর্ষ বিধান করার এক প্রকৃত বিরাট তাৎপর্য্য আছে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাম্যবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলি অক্লান্ত ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে জনতার স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে, তাদের সংগ্রামের সঠিক পথ দেখাচ্ছে. তাই তারা জনসাধারণের বক্তব্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিও রাখে, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ না রেখে সাম্যবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলি বেঁচে থাকতে পারে না এবং এই যোগাযোগের অন্তরায় এই রকম সমস্ত বিঘ্নকে তারা দৃঢ় হস্তে দূর করে। দলের মধ্যে অবাঞ্ছিত মনোভাব, সমস্ত রকমের সঙ্কীর্ণতা এবং সর্বরকম আত্মতৃপ্তি, দোষ ঢাকার চেষ্টা ও ভুলের প্রতি আত্মতুষ্টির মনোভাব—এই সবের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালান সাম্যবাদী ও শ্রমিক শ্রেণীর দলগুলির উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি ও তাদের যথোপযুক্ত ভূমিকা এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে সবচেয়ে বেশী দরকারী।

কমরেড ষ্ট্যালিন আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজেদের অপূর্ণতা ও ভুল ত্রুটীর প্রতি সমালোচকের দৃষ্টি রাখা এবং সাধারণ কর্মীদের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মনোভাব শিক্ষা দেওয়া বিপ্লবী মার্কসবাদী দলগুলির বৈশিষ্ট। সম্পূর্ণ খোলাখুলি ও আদর্শনিষ্ঠ সমালোচনা, আপোষহীন, সৎ ও খোলাখুলি সমালোচনা দলের প্রাণশক্তি ও অপরাজেয়তা রক্ষা করার পক্ষে অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজনীয়। দল সম্বন্ধে লেনিন ষ্টালিনের শিক্ষা অনুযায়ী সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা হ'ল—"বিপ্লবী অগ্রগতির উদ্দেশ্যে দলের জন্য এবং সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য দলের কর্মীদের শিক্ষা দেবার এক বিশেষ পদ্ধতি, খাঁটা বলশেভিক পদ্ধতি" এবং "বলশেভিকবাদের অস্ত্রাগারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ও সদাব্যবহৃত অস্ত্র; বলশেভিকবাদের প্রকৃতি ও তার বিপ্লবী ভাবধারার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।"

বিপ্লবী মার্কসবাদী দলগুলি মনে প্রাণে বিপ্লবী হওয়ায় এবং শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে নিয়োজিত থাকায় দক্ষিণ পন্থী সমাজতন্ত্রী ও সংস্কারবাদী দলগুলি হতে মূলগতভাবে পৃথক; সবচেয়ে বড় পার্থক্য রয়েছে মার্কসবাদী দলগুলির নিজেদের দোষত্রুটী খোলাখুলি স্বীকৃতি; সেগুলিকে সাহস ও বিশ্বাসের সাথে অতিক্রম, অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সাধারণ জ্ঞানে রূপ দেওয়া এবং সবচেয়ে ভাল কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ ও তাকে প্রিয় করে তোলার মধ্যে।

কি ভাবে সর্বহারা শ্রেণীর মহান নেতা কমরেড লেনিন ও ষ্ট্যালিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা বলশেভিক সমালোচনা ও আত্ম সমালোচনা পদ্ধতির সাহায্যে খাঁটী ও পরিক্ষীত কর্মীদের সমস্ত রকম অসুবিধা ও বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে ও অতিক্রম করতে শিক্ষা দিয়েছেন তার জলন্ত উদাহরণ দেবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাম্যবাদী দলের ইতিহাস। বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর দলগুলি নিজেদের অগ্রগতি এবং শ্রমজীবি জনসাধারণের স্বার্থে নিজেদের সংগ্রামের কাজে অফুরন্ত উৎসের মত সোভিয়েট ইউনিয়নের সাম্যবাদী দলের মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উজ্জল ঐতিহ্য হতে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।

ফরাসী সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সেপ্টেম্বর অধিবেশনে সমালোচনা ও আত্ম সমালোচনার বলশেভিক পদ্ধতির বলিষ্ঠ প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আছে। এই অধিবেশনে কমরেড মরিস থোরেজ ফরাসী সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের অপূর্ণতা ও দোষত্রুটী গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের আদর্শগত জ্ঞানের স্তর উন্নত করার এবং ফেডারেশনের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে দলের সঙ্গে যুক্ত জনসাধারণের সাথে নিজেদের যোগসূত্রকে দৃঢ়তর করার নির্দেশ দিয়ে ফরাসী সাম্যবাদী দল নিজেদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সফল করার উদ্দেশ্যে নিজেদের দোষত্রুটী দূর করার কাজে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন দলগুলির পক্ষে দলের ব্যক্তিগত সভ্যদের আত্মতুষ্টি, প্রবঞ্চনা, একগুয়েমি, স্বৈরাচার ও বিপ্লবী একনিষ্টতার শৈথিল্য প্রভৃতি দোষগুলি দূর করার সুনিশ্চিত উপায় হিসাবে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য আছে। সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসরমান জনগণের গনতন্ত্রের দেশগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কাজে বৃহত্তর জনতার সৃজনশীল উদ্যোগের সহিত সংবদ্ধ সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা এক প্রয়োজনীয় জীবনী শক্তি।

প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা প্রচার এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রয়োজন বুঝে দলের প্রধান প্রধান মুখপত্রের সাহায্যে হস্তক্ষেপ করে কয়েকটি দলের সমালোচনা সম্বন্ধে ভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি শুধরানো হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্ভব হয়েছে, কারণ দলের প্রধান প্রধান মুখপত্রগুলি দলের ভিতরকার গণতন্ত্র বিরোধী ও সমালোচনা কণ্ঠরোধকারী বহু উদাহরণ নির্দয়ভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে।

উদাহরণ হিসাবে হাঙ্গেরীর কথা বলা যেতে পারে। হাঙ্গেরীর ওয়ার্কিং পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারী অধিবেশনে কমরেড রাকোসি তাঁর ভাষণে দেখান যে, এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে দলের কিছু কর্মকর্তা বিশ্বাস ও আদর্শনিষ্ঠা গড়ে তোলার পরিবর্তে ডিক্টেটারি প্রথা চালিয়ে দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ভেঙেছে, কতকগুলি সংগঠন দলের কোন সভাই ডাকত না এমন কি কয়েক ক্ষেত্রে তাদের কোন নির্ব্বাচিত কমিটিই ছিল না, এবং দলের ও ট্রেড ইউনিয়নের কোন কোন নেতা সাধারণ শ্রমিকদের আলোচনা দাবিয়ে দিত ও এমন কি দলের সভ্য ও ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের ভয় দেখিয়ে বাধা করাত। চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্যবাদী দল, বুলগেরিয়ার সাম্যবাদী দল, রুমানিয়ার শ্রমিক দল প্রভৃতির নেতারা এই ধরণের কার্য্যকলাপের নিন্দা বহুবার করেছেন।

সমালোচনা গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রায়ই কয়েকটি গুরুতর ত্রুটি থাকতে দেখা যায়। সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই অতি সাধারণ ভাসাভাসা ভাবে করা হয়, বাস্তবতা ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অপ্রচুর রয়ে যায়; সমালোচকরা শুধুমাত্র দোষগুলির উল্লেখ করেন অথচ যে কারণগুলির জন্য ঐ দোষগুলি ঘটা সম্ভবপর হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন কিছু প্রকাশ করেন না, কিংবা দোষগুলি দূর করার উপায়ও নির্দ্দেশ করেন না। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনায় দলের বাইরের কর্মীদের এবং বহত্তর শ্রমজীবি জনগণের যোগদান এখনও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অথচ দোষত্রুটি দেখিয়ে দেবার ব্যাপারে জনতার সক্রিয় অংশ গ্রহণ, বিশেষ করে জনসাধারণ যখন উত্তরোত্তর সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির কাজে এগিয়ে চলেছে তখন এই অংশ গ্রহণের সুদূর প্রসারী তাৎপর্য্যের গুরুত্ব চূড়ান্ত। কমরেড ষ্ট্যালিন সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতিকে লাখ লাখ শ্রমজীবি জনতার সৃজনশীল উদ্যোগের ওপর নির্ভরশীল জনতার কার্য্যকরী বিপ্লবী আত্মসমালোচনার প্রকাশ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা গড়ে তোলার অনেকখানি দায়িত্ব সংবাদপত্রগুলির। শ্রমজীবি জনগণের দ্বারা প্রদর্শিত ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের ও সংগঠনগুলির ভুল ত্রুটির সমালোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশ করে নীচু হতে সমালোচনা গড়ার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করা যায়। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সমালোচনা লেখকরা সমালোচিত ব্যক্তিদের দ্বারা উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে লজ্জিত হন। সংবাদপত্রে সমালোচনা প্রকাশ করার মনোভাবের সঙ্গে দল কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। পোল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ব্যাপারে এক বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাতে দলের সমস্ত সহর, জেলা এবং আঞ্চলিক কমিটিগুলিকে এই মর্ম্মে এক নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, তাঁরা যেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সব সমালোচনায় অবিলম্বে সাড়া এবং দলের যে সমস্ত সভ্য সমালোচনা দাবিয়ে দেন কিংবা শ্রমজীবি জনতার ইঙ্গিতকে অগ্রাহ্য করে তাদের কঠোর শাস্তি দেন।

কমরেড লেনিন আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—"কোন ভুল খোলাখুলি স্বীকার করা, তার কারণগুলি প্রকাশ করা, যে অবস্থার জন্য ঐ কারণগুলি ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করা এবং সর্বোপরি সেই ভুল শুধরুবার উপায় পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা কোন সত্যিকার দলের মাপকাঠি; এইভাবেই দল তার কর্তব্য সাধন করতে পারে; এইভাবেই দল তার শ্রেণীকে এবং তারপর জনতাকে শিক্ষা দিতে পারে।"

সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা সর্বহারা দলের কাছে জল ও বাতাসের মত দরকারী। সমালোচনা ছাড়া এর পক্ষে অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব। কমরেড ষ্ট্যালিনের মতে, এই সত্য ঝর্ণার জলের মতই স্বচ্ছ ও পবিত্র। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সমস্ত দোর খোলা না রাখলে, একে দলের জীবনে আইনে পরিণত করতে না পারলে কর্মীরা সহজেই আত্মপ্রমাদের মারাত্মক খপপরে পড়তে পারে। কর্মীরা নিজেদের সফলতাকে সহজভাবে গ্রহণ করবে, নিজেদের ভুলত্রুটী সহজে দেখতে এবং তাড়াতাড়ি সেগুলিকে

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিশাপতি মাঝিকে চ্যালেঞ্জ

সাহস থাকলে জয়নগর থানার চাষীদের সম্মুখীন হতে আহ্বান

২৪ পরগণা জেলা ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর বিবৃতি

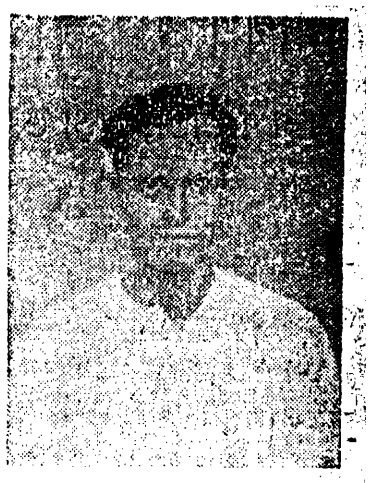

পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত প্রফুল্ল সেন এবং পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুত নিশাপতি মাঝি আইন পরিষদে যে বক্তৃতা করেছেন তার প্রতিবাদে ২৪ পরগণা জেলা ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের সভাপতি, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী সংবাদ পত্রে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়েছেন :—

"পশ্চিম বাংলা আইন পরিষদে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রী নিশাপতি মাঝি ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল সেন যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা পড়ে মনে হয় এই সব মহামান্যবরদের স্থান পাগলা গারদে হওয়া উচিত, দেশের মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে দেওয়া বিপজ্জনক। শ্রীযুক্ত মাঝি মশাই বহু ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছেন যে তাঁরা গরীব জনসাধারণের জন্য প্রাণপাত করছেন; সুতরাং জনসাধারণের উচিত তাদের সমর্থন করা এবং তাঁদের সঙ্গে ধান ধরা ব্যাপারে সহযোগীতা করা। মাঝি মশাইদের যদি ধারণা হয়ে থাকে তাঁদের নীতি গরীব চাষীদের উপকার করছে তাহলে নিশ্চয় তাদের জন সমক্ষে উপস্থিত হতে আপত্তি থাকতে পারে না। তাই আমি এই সব মন্ত্রবরদের আহ্বান করছি, যদি তাঁদের সৎসাহস থাকে তাহলে তাঁরা যেন একবার জয়নগর থানার চাষীদের সামনে এসে দাঁড়ান। চাষীদের স্বতঃপ্রণোদিত ব্যবহারই প্রমান করবে কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতির আসল চেহারা।

"মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীদের দৌড় লাবদাঘির পাড়ের দপ্তরখানার মধ্যে। দেশের লোককে শোষণ করা ছাড়া বাণী আর বিবৃতি দেওয়াই তাঁদের যা কাজ। তাই তাদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটা ঘটনা প্রকাশ করতে চাই। যদি তাঁদের ক্ষমতা থাকে তাহলে একে তাঁরা মিথ্যে প্রতিপন্ন করুন। ধান সংগ্রহকারী সরকারী কর্ম্মচারীরা কি জয়নগর থানার অধীনস্থ জোতদারদের সঙ্গে এক চুক্তি করেছে যাতে করে তাদের মোট ধানের শতকরা ১০ ভাগ নিয়ে বাকি ৯০ ভাগ চোরাকারবার চালাবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে অথচ গরীব ও মধ্য চাষীর সারা বছরের সম্বল ও খাবার ধানও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? তাদের সিদ্ধ ধানও কি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে না? সরকারী দর যেখানে প্রতি মণ ধান ৭৷৷০ সেখানে মণ প্রতি তিন সের ধান চলতা এবং ৶০ আনা বহুনি খরচ কেটে নিয়ে তাদের ৬৸০ আনা করে দাম কি দেওয়া হচ্ছে? এই সব গরীব চাষীর কাছ থেকে ধান কেড়ে নিয়ে এসে ডি. পি, এজেণ্টরা কি চোরাকারবার চালাচ্ছে না? এর নাম কি জনতার স্বার্থরক্ষা না তাদের পেট কেটে বড়লোকের পকেট ভর্ত্তি করা?

"মন্ত্রী সেন মশাইএর কথা আরও চমৎকার। সত্য ঘটনাকে মিথ্যার কাজে লাগাবার এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বড় একটা মেলে না। তিনি বলেছেন—বাংলা দেশের অধিকাংশ চাষীর সারা বছরের খাবার ধান থাকে না; সুতরাং ধানের দাম বাড়ালে গরীব চাষীর কোন লাভ হবে না, মুনাফা লুটবে জমিদার জোতদারের দল এবং জনতাকে তার জন্য বেশী চাপ সহ্য করতে হবে। বাংলার বেশীর ভাগ চাষীর সারা বছরের সম্বল নেই এ কথা খুব সত্য। কিন্তু তবুও কেন তাদের ধান লুটে নিয়ে আসা হচ্ছে? যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান আছে তাদের শতকরা ৯০ ভাগ ধান ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে অথচ গরীব ও মধ্য চাষীকে উপবাসে মারার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর ধান যখন কেড়েই নেওয়া হচ্ছে গরীব ও মধ্য চাষীদের কাছ থেকে তখন তাদের উপযুক্ত দাম দেওয়া হবে না কেন? গড়ে প্রতিমণ ধানের উৎপাদন খরচ পড়ে ১০৲ টাকার মত। সেক্ষেত্রে ৬৸০ আনা দেওয়া কোন যুক্তিতে ন্যায়সঙ্গত? জোতদারদের লাভ হবে বলে যে যুক্তি দেখান হয়েছে তা অচল। কারণ সরকারের যদি এ বিষয়ে সততা থাকত তাহলে ধানের দাম sliding করা হত; অর্থাৎ যদি ১০০ মণ ধান পর্য্যন্ত প্রতিমণ ধান ১০৲ টাকা করে তারপরে ধানের পরিমান যত বাড়বে দাম তত কমবে — এই ভাবে দাম বেঁধে দেওয়া হত তাহলে জোতদার জমিদাররা লাভ করতে পারত না। অবশ্য উর্দ্ধতম দাম ১০৲ টাকা বলে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে না; একে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম অনুযায়ী স্থির করতে হবে। কিন্তু সে মতলবই নেই।

"তারপর ধানের দাম বাড়ালে জনসাধারণের উপর চাপ বাড়বে—এ কথা ধাপ্পা, সরকার চাষীর কাছ থেকে ধান কিনছে প্রতিমণ ৬৸০ আনা দরে। এতে চালের দাম পড়ে ১০।০র মত। অথচ এই চালই রেশনের দোকানে ২৫৲ টাকা মণ পর্য্যন্ত বিক্রী করা হচ্ছে। সরকারের margin যথেষ্ট থাকে। ধানের দাম বাড়ালে এর পর চালের দাম বাড়ার কোন যুক্তি সঙ্গত কারন নেই।

"সর্বশেষে জনসাধারণকে চালের বদলে মাংস, দুধ, ফল প্রভৃতি খাওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যে দেশের শতকরা ৯৯ জন লোক দুবেলা দুমুঠো মোটা ভাত কোটাতে পারে না দারিদ্র্যের জন্য সে দেশে জনতাকে দুধ, মাংস, ফল খাবার উপদেশ তারাই দিতে পারে যারা হয় পাগল নয় শয়তান। মন্ত্রী মশাইরা এ দুটীর যে কোন একটি বিশেষণ বেছে নিতে পারেন। এঁদের এই সব কথা শুনলে ফ্রান্সের সেই রাণীটির কথা মনে পড়ে যিনি জনতা রুটি রুটি করে চেঁচাচ্ছে শুনে তারা কেক খায়না কেন জানতে চেয়েছিলেন। জনতার হাতে সেই রাণীর যা অবস্থা হয়েছিল কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীরও যে সেই অবস্থা হতে বেশী দেরী নেই তা ধ্রুব সত্য।"

২৪ পরগণা জেলার কৃষক আন্দোলনে ভীত সরকারের ১৪৪ ধারা জারী

বিরুদ্ধ কণ্ঠকে রোধ করার ষড়যন্ত্র

(সংবাদদাতার পত্র)

সরকারের ধানক্রয় নীতির প্রতিবাদে ২৪ পরগণা জেলা ক্ষেতমজুর ফেডারেশন, যুক্তকিষাণ সভা ও সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির মিলিত নেতৃত্বে গরীব ও মধ্য চাষীরা যখন প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলছিল তখন পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসী সরকার জয়নগর ও আশ পাশের থানাগুলির অধীনস্থ অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারী করেছে। এই আদেশের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সরকারী জুলুমবাজী নিরঙ্কুশ চালান, চাষীদের আন্দোলনকে বানচাল করা এবং কংগ্রেস বিরোধী প্রতিবাদকে কণ্ঠকে রুদ্ধ করা।

এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হাটে বহুসংখ্যক করে বিশেষ সশস্ত্র পুলিশ পাঠান হচ্ছে। এই সব পুলিশ বাহিনীর চাষীদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। চাষী পরিবারের হাঁস, মুরগী, ডিম, গুড় ঘুটে নিয়ে আসছে সরকারের পোষ্যবর্গ ও তাদের সহায়ক পুলিশ দল। সংবাদে আরও প্রকাশ রাত্রি আটটার পর কোন লোক পুলিশের ছাউনির কাছ দিয়ে যেতে পারবেনা এই মর্মে এক মৌখিক আদেশ জারী করা হয়েছে।

ইহা ছাড়া জয়নগর থানার অধীনে বিভিন্ন গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে এবং তাদের উপস্থিতি সকল গ্রামবাসীর স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করছে। মনিরতট গ্রামে এইরূপ ৮।১০ জন সশস্ত্র পুলিশ পাঠান হয়েছে, যারা স্থানীয় গ্রামবাসী ডাঃ আব্দুল আজিজের পুকুর হতে একরূপ জোর করে মাছ ধরছে এবং বাজারের জিনিষপত্র জোর করে কমদামে কিনে নিচ্ছে। গ্রামের পুষ্করিণীর নিকট তাদের ক্যাম্প স্থাপন করায় ঘরের মহিলাগণ বাহির হতে পারছেন না। এইরূপে গ্রামের সমুদয় অধিবাসী এক মহা সমস্যায় পড়েছে। কংগ্রেসী সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে ধান সংগ্রহের নামে জুলুমবাজী চালাচ্ছে, সকল প্রকার সভা সমিতি বন্ধ করে দিয়েছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা পদদলিত করছে। সরকারের এই সন্ত্রাস নীতির বিরুদ্ধে চাষীদের ঘৃণা এত গতিতে বেড়ে চলেছে।

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৩

নিখিল বঙ্গ বীমা কর্ম্মচারীদের সভা

মাগগী ভাতা, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসার ব্যয় প্রভৃতি দাবী

গত ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল বঙ্গ বীমা কর্মচারীদের এ সভকা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীনীহার মজুমদার।

সভায় প্রদ্যোৎ ঘোষ, সত্যেন গুহ, সরোজ চৌধুরী, পুষ্পময় দাশগুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। কর্মচারীরা নিম্নলিখিত দাবী কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছেন, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত ইহার কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

বেতন

তৃতীয় শ্রেণীর চাকুরে (কেরাণী)। এ—১৬০—১০—২৩০—১৫—৩২০—২০—৪০০—২৫—৪৫০। বি—১১০—৮—১৫০—১০—২০০—১৫—২৯০—২০—৩৫০। সি—৮০—৫—১০০—৮—১৪০—১০—২০০—১৫—২৬০। (সি শুধু নন-মেট্রিকুলেট নব নিযুক্ত কেরাণীর জন্য)

চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরে (মজদুর) এ—৬৫—৩—৮০—৪—১০০—৫—১৫০। বি—৬০—৩—৯০—৪—১১০—৫—১৩০। মাগ্‌গী ভাতা, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসার ব্যয়, ছুটিছাটা, বোনাস্, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, অথবা পেন্‌সন্, জীবন বীমা ইত্যাদি ঐ দাবীর অন্তর্ভুক্ত।

ডাক ও তার কর্ম্মচারীদের সভা

পে-কমিশনের রায় অনুযায়ী মাগগী ভাতা বৃদ্ধির দাবী

প্রস্তাবিত লেবার রিলেসান্‌স ও ট্রেড ইউনিয়ন বিল্‌স-এর বিরোধীতার জন্য আহ্বান

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা মহাবোধী সোসাইটী হলে সারা-ভারত পোষ্টমেন ও লোয়ার গ্রেড ষ্টাফ ইউনিয়ন ও পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কস ইউনিয়নের মিলিত উদ্যোগে এক সভা আহূত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সভায় দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাবটিতে পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত কর্ম্মচারীর বকেয়া পাওনা অবিলম্বে মিটিয়ে দেবার এবং মূল্যমান অনুযায়ী মাগগী ভাতা বৃদ্ধি করার দাবী করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে প্রস্তাবিত লেবার রিলেসান্স বিল ও ট্রেড ইউনিয়ন বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জনসাধারণের কাছে করা হয় এবং মজুরদের অভিমত অনুযায়ী বিল দুটি পরিবর্ত্তন করার দাবী সরকারের কাছে জানান হয়।

বিভিন্ন বক্তা সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করে এবং দেশের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা দেন।

জাপানকে রণসজ্জায় সজ্জিত করার ● মার্কিন নীতি ●

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

য়ন) ঋণ দেবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানে তাঁদের নৌ ও বিমান ঘাঁটি মজবুত করতে ও বাড়াতে চান। এ বছরে একমাত্র ওকিনাওয়া দ্বীপেই মার্কিন সৈন্যদের বাসস্থান ও ব্যারাক ইত্যাদির পেছনে ৭॥০ কোটী ডলার ব্যয়িত হয়েছে। সুতরাং এতে অবাক হবার কিছু নেই যে, জাপানের সঙ্গে শান্তি চুক্তির ডালেস প্রস্তাবে বলা হয়েছে, রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জ (এর মধ্যে ও কিনাওয়া ও বনিন দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে) "আন্তর্জাতিক অছির" অধীন রাখা হবে এবং এর শাসন ভার থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। পরে মার্কিন সমর দপ্তর জাপানের প্রধান দ্বীপ হোকাইদো, হোন্‌সু ও কিউসুতে বহু নৌ ও বিমান ঘাঁটি তৈরীর পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েছেন। জাপানের পশ্চিম উপকূল ভাগ জুড়ে থাকতে এই সব নতুন ঘাঁটির বেড়াজাল। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে ২॥ হাজার কোটি ইয়েন ব্যয়িত হবে। বলা বাহুল্য এ টাকা তোলা হবে ক্ষুধিত জাপ জনসাধারণের কাছ থেকে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী গঠনের ব্যয় ৪ হাজার কোটী ইয়েন, জাপ নৌবহর পুনঃপ্রতিষ্ঠা বাবদ ১ হাজার কোটী ইয়েন এবং অন্যান্য সামরিক ঘাঁটি তৈরীর বিপুল অর্থ। তা হলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, জাপানকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করার কাজে জাপ জনসাধারণকে কী বিপুল পরিমাণ দক্ষিণা দিতে হইবে।

কোনো দেশকে সমর সজ্জায় সজ্জিত করার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ হচ্ছে সেই দেশের গণতান্ত্রিক দলগুলি ও কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর নির্য্যাতন চালানো। জাপানে প্রতিক্রিয়ার দাপট এবং তাপ প্রগতিশীল দেশ ভক্তদের উপর চণ্ডলীলা চরমে উঠেছে। হাজার হাজার কম্যুনিষ্ট, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও শান্তি সেনানীকে কারখানা, খনি, রেলওয়ে ও অফিস থেকে বহিষ্কৃত করা হচ্ছে। ষ্টকহোম আবেদনের স্বাক্ষর সংগ্রহকারী ও ঐ আবেদনে স্বাক্ষর কারীদের কাজ থেকে বরখাস্ত করে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে। যে কোনো জাপানী দেশভক্ত তাঁর মাতৃভূমিকে মার্কিন দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ দেখতে চান না, তারই উপর চলছে নির্য্যাতন। যিনিই কোরিয়ার রক্তাক্ত অভিযানকে নিন্দা করছেন, তিনিই হচ্ছেন নিপীড়িত। কিন্তু ম্যাকআর্থার ও যোশীদার প্রচণ্ড নির্য্যাতন অভিযান সত্ত্বেও এই অধিকৃত দেশের জনগণ এক নতুন গণতান্ত্রিক জাপান গড়ে তোলার সংগ্রাম থেকে বিরত হচ্ছেন না। তাঁরা কিছুতেই জাপানকে এক দুর্ভেদ্য মার্কিন "বিমানবাহী জাহাজ" বানাতে দেবেন না। এতাবৎ ৬০ লক্ষ জাপানী ষ্টকহোম আবেদনে সই করেছেন। সকল রকম পুলিশী বাধা ও নির্যাতন সত্ত্বেও সম্প্রতি টোকিওতে অনুষ্ঠিত জাপ শান্তি-সেনানী-সম্মেলনে দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের উদ্দেশে এক বিবৃতি রচিত ও গৃহীত হয়েছে। ঐ বিবৃতিতে কোটি কোটি জাপানীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে:

"জাপানকে পুনরায় রণোন্মাদ করে তোলার অপচেষ্টায় আমরা বাধা দিচ্ছি। বিশ্বের শান্তি ভঙ্গ করার মতলবে জাপানকে এক সামরিক ঘাঁটি তৈরীর পরিকল্পনার আমরা প্রতিবাদ করছি। পটস্‌দাম চুক্তির আদর্শ অনুসারে অগৌনে এক পূর্ণাঙ্গ শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্যে আমরা দাবি জানাচ্ছি। ঐ শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপান থেকে দখলকার সৈন্যবাহিনী অপসারিত করার দাবিও আমরা জানাচ্ছি।' —টাস

লেক মেডিকেল কলেজ তুলে দেওয়া চলবে না

হাজরা পার্কে প্রতিবাদ সভা

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী হাজরা পার্কে ভারত সরকারের লেক হাসপাতাল তুলে দেবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এক বিরাট সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হেমন্ত কুমার বসু। সভায় শ্রমিক নেতা মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জি বলেন যে এই সিদ্ধান্তের দ্বারা সরকার ধনিকতোষন নীতিরই পরিচয় দিয়েছে। ছাত্র নেতা অনিল সেন বলেন যে এর দ্বারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চাকুরীর অধিকারকে খর্ব্ব করা হচ্ছে। তিনি জনসাধারণকে এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ই, আই, আর, হকার্স ইউনিয়ন

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিকাল ৪ টায় ই, আই, আর, হকার্সদের এক সাধারণ সভা কমরেড কালী চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

হকার্সদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া বিশেষ করে হকার্সদের লাইসেন্স নিয়া রেলকর্তৃপক্ষ ও পুলিশের হয়রানী বন্ধ করিবার জন্য হকার্সদের একটি ইউনিয়ন কমরেড কালী চক্রবর্ত্তী ও কমরেড সুধীর বসুকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত করে ই, আই, আর, হকার্স ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে।

পুলিশের গুলিতে ৬০ বছরের বৃদ্ধ চাষী নিহত

সরকারী ধান ধরা নীতির পরিণতি

গত ৩১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত মৌরলাপুর গ্রামে পুলিশের গুলিতে ৬০ বছরের বৃদ্ধ চাষী, প্রিয়নাথ হালদার নিহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত চাষীটি তাঁর ব্যবহারের জন্য ১॥০ মণ চাল নিয়ে যাবার পথে ধান সংগ্রহকারী পুলিশ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন। পুলিশ তাঁর ধান কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে তিনি তার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, এ তার নিজের পরিবারের খোরাকীর জন্য। এই সামান্য প্রতিবাদেই পুলিশটির মেজাজ গরম হয়ে ওঠে এবং বিনা কারণে চাষীটির ওপর গুলি বর্ষিত হয়। তলপেটে আহত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে। ঘটনার সময় তাঁর কাছে একমাত্র তাঁর পুত্র ছিল।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দূর করতে শিক্ষা করবে—বলশেভিক পদ্ধতির শিক্ষার এই হল সবচেয়ে বড় কথা।

কর্মীরা যদি সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে নিজেদের বিচার করতে শেখে তবে তারা রাজনৈতিক ও আদর্শগতভাবে সফলতার সঙ্গে উন্নতি করতে পারে। প্রত্যেকটি সাম্যবাদী তার প্রাত্যহিক কাজের ফলাফল রোজ অবশ্যই বিচার করবে এবং তার ভুলত্রুটীর প্রতি সচেতন থাকবে। কেবলমাত্র এইভাবেই সে সমালোচনাকে সহ্য করতে পারবে এবং তখনই তার অন্যান্য কমরেডদের কাজের সমালোচনা সবচেয়ে ফলপ্রসূ হবে।

যে সমস্ত দল সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার আদর্শে শিক্ষিত সহনশীল কর্মী গড়তে করতে পারে তারাই শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের বৃহত্তম অংশকে নেতৃত্ব দিতে পারে, তাদের দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে পালন করতে পারে। (কমিনফর্ম মুখপত্র ১নং (১১৩) হতে অনূদিত)

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্‌সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।